প্রথম আলো

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

জেএসসি পরীক্ষার্থীদের বয়স ১১২ বছর!

সাইফুর রহমান, বরিশাল

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন জুনিয়র সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশ নেওয়া একদল শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে ভুল ধরা পড়েছে। তাদের বয়স ১১২ বছর দেখানো হয়েছে।

প্রবেশপত্রে বয়সের ঘরে ২০০৪ জন্মসালের পরিবর্তে ১৯০৪ সাল লেখা। এতে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা। তবে শিক্ষা বোর্ডের দাবি, সমস্যা গুরুতর নয়। সমাধানযোগ্য।

কাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে জেএসসি পরীক্ষা। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন এ বছর ১ লাখ ১৭ হাজার ৪৫৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেবে। তাদের মধ্যে যাদের জন্ম ২০০৪ সালে, তাদের সবার জন্মসাল প্রবেশপত্রে লেখা রয়েছে ১৯০৪ সাল। সেই হিসাবে তাদের বয়স ১১২ বছর।

বোর্ডের পরীক্ষা বিভাগ সূত্র জানায়, কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে শতাব্দী পরিবর্তন না করায় এই সমস্যা হয়েছে। ২০০৪ সালে জন্ম নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্মসাল ১৯০৪ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সদরের একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ, শিক্ষা বোর্ডের উদাসীনতার কারণেই এমনটা হয়েছে।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান বলেন, বয়সের বিভ্রাটে শিক্ষার্থীদের বিচলিত হওয়াটা স্বাভাবিক। শিক্ষা বোর্ডের ত্রুটির কারণে এমনটি হয়েছে। শিক্ষা বোর্ড একটু সতর্ক হলে এই সমস্যা হতো না। যদিও তারা বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

জগদীশ সারস্বত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থীদের হাতে পরীক্ষার প্রবেশপত্র যাওয়ার পর ভুলটা ধরা পড়ে। অভিভাবকেরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন। কিন্তু এই ত্রুটি শিক্ষা বোর্ডের। এটা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিভ্রান্তিতে পড়েছে। বিষয়টি শিক্ষা বোর্ডকে জানালে তারা ওই প্রবেশপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এবার অনেক শিক্ষার্থীর নিবন্ধনে নাম ও নম্বরের ভুলও হয়েছে। টাকা দিয়েও সেই ভুল সংশোধন করা যায়নি। তখন এই ভুলগুলো সংশোধন করলে বয়সের ভুলও ধরা পড়ত। শেষ পর্যন্ত ভুলসহ নিবন্ধন সরবরাহ করা হয়েছে।

যোগাযোগ করলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, কম্পিউটারে শতাব্দী পরিবর্তন না করায় বয়সে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা নিয়ে বিভ্রান্তির কিছু নেই। যেহেতু প্রবেশপত্র আগে পাঠানো হয়েছে, তাই সংশোধন করা যাচ্ছে না। কম্পিউটারে ত্রুটি সংশোধন করে পরীক্ষা কেন্দ্র ও বিদ্যালয়প্রধানদের চিঠি দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে।